JUL 03 2002

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ...

কর্মচারী হ্রাসের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার

ঘটনার তদন্ত হচ্ছে ॥ সংশ্লিষ্ট যুগ্মসচিব সাসপেণ্ড

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ সচিবালয়ের কর্মচারীদের চরম অসন্তোষ, ক্ষোভ আর উদ্বেগের কারণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মচারী হ্রাসের সিদ্ধান্ত গতকাল মঙ্গলবার প্রত্যাহার করা হয়েছে। সরকারের অনুমোদন ছাড়া আদেশ জারির জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব রফিকুল ইসলামকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় গতকাল সরকারী আদেশ জারি করে পূর্বের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয়। গত ২৭ জুন জারি করা ও ১ জুলাই প্রকাশিত আদেশে ছয়টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের নিম্নতম ইউনিট সকল শাখার দুইজন করে জনবল হ্রাসের নির্দেশ দেয়া হয়। পরীক্ষামূলকভাবে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবার পর একটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রায় চার হাজার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে বিদায় করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। কিন্তু সচিবালয়ের (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

কর্মচারী হ্রাসের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সাধারণ কর্মচারীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে আদেশটি প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। গতকালের আদেশে বলা হয়, গত ১৫ জুন অনুষ্ঠিত সচিব কমিটির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আদেশটি প্রত্যাহার করা হয়েছে।

এ ঘটনা সরকারের জন্য এক বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। কিভাবে ২৭ জুনের আদেশটি জারি হল তার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের জন্য তদন্ত শুরু হয়েছে। ইউএনবি জানিয়েছে, প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (সওবা) রফিকুল ইসলামকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত (সাসপেন্ড) করা হয়েছে।

গতকাল বিভিন্ন সংবাদপত্রে সচিবালয়ের লোকবল হ্রাসের সিদ্ধান্তের খবর প্রকাশিত হবার পর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মচারীদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা একযোগে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগের কথা জানান। এবং অবিলম্বে এ আদেশ বাতিলের দাবী করেন। কাজ বন্ধ করে দেয়ারও হুমকি দেয়া হয়। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও কেবিনেট ডিভিশনের কর্মচারীদের মধ্যেও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এ অবস্থায় বেলা এগারটা নাগাদ আদেশটি প্রত্যাহার করা হলে কর্মচারীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে। প্রত্যাহার আদেশটি গতকাল প্রকাশিত হলেও তা ১ জুলাই ইস্যু করা হয়।

জানা যায় বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশের আলোকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। জানুয়ারী মাসে তৎকালীন কেবিনেট সচিব ডঃ আকবর আলী খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সচিব কমিটির সভায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেই সিদ্ধান্তের আলোকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ২৭ জুন ৬টি মন্ত্রণালয়ের উপর আদেশ জারি করে। কিন্তু গত ১৫ জুন নতুন কেবিনেট সচিব ডঃ সা'দত হোসেনের সভাপতিত্বে সচিব কমিটির অপর সভায় জানুয়ারী মাসের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়। এই স্থগিত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্টদের কাছে পৌঁছেনি। ফলে পূর্বের ধারাবাহিকতায় সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ২৭ জুন আদেশ জারি করে। উদ্দেশ্য ছিল অর্থ বছরের শুরু থেকেই সিদ্ধান্তটি কার্যকর করা।

এদিকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২৭ জুনের আদেশ নিয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়েও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। নীতি নির্ধারকদের অগোচরে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হয়নি বলে সরকারের অনেকে মন্তব্য করেছেন।

বাংলাদেশ সচিবালয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্যজোটের আহ্বায়ক মোঃ আব্দুল হালিম এক বিবৃতিতে বলেছেন, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চাকরি থেকে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে সরকার শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। এ জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান হয়।